2

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 28 MAY 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২ ......

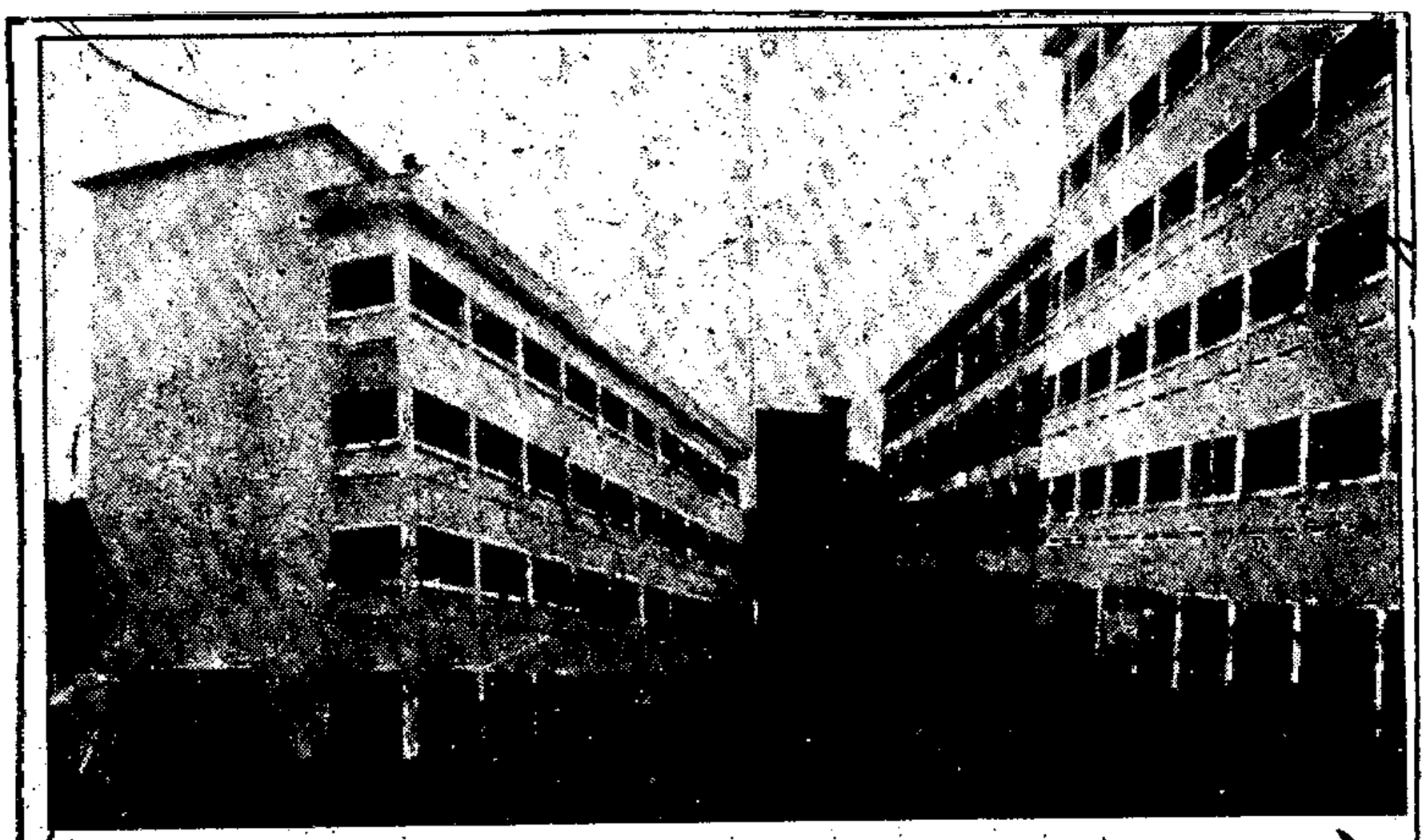

তেজগাঁও কলেজ ভবন

তেজগাঁও কলেজ পরিক্রমা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন কোন প্রাণী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। এ নীতিকে সামনে রেখে তেজগাঁও কলেজ সহস্র কল্যাণের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে। ১৯৬১ সালে এর সূচনা হয়েছিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ইসলামিয়া হাই স্কুলে ঢাকা নাইট কলেজ নামে। যার

ফরিদুর রহমান নিহরু

অকৃত্রিম আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব— অধ্যক্ষ মরহুম মৌলানা আবুল খায়ের। যাঁরা তখন এ কলেজে শিক্ষকতা করতেন, তাঁরা একান্তই প্রাণের টানে— মনের আনন্দে নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই একরকম বিনা পারিশ্রমিকে জ্ঞানদান করতেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই নিবেদিতপ্রাণ জ্ঞানদানতৃষ্ণায় উদ্বেলিত শিক্ষকদের মাসিক পঞ্চাশ টাকা সম্মানী দিতেন। কিছুটা সময় চলে গেল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ইসলামিয়া বিদ্যালয়ে। তারপর ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী মরহুম মফিজউদ্দীন কলেজটিকে নিয়ে আসেন ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসায়। ১৮টি মাস এখানে ক্লাস হয়। জ্ঞানদান চলে অবিরত। একদিন আলীয়া মাদ্রাসার কিছু উচ্ছৃংখল ছাত্র ঢাকা নাইট কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। এ ঘটনার পর কলেজকে স্থানান্তরিত করতে হয় তেজগাঁও পলিটেকনিক হাই স্কুলে, ১৯৬৩ সালে।

১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬— এই তিন বছর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন এম কিউ রইসউদ্দিন। এরপর নানা অসুবিধার কারণে কলেজটিকে নিয়ে আসা হয় তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ক্রাউন লন্ড্রীতে। কিছুটা সময় এখানেও অতিবাহিত হয়।

যোগাযোগের অসুবিধা, শিক্ষার প্রতিকূল পরিবেশের কারণে ১৯৬৮ সালে শিল্প এলাকা ছেড়ে কলেজটিকে নিয়ে আসা হয় ফার্মগেটের ক্রস রোডে বর্তমান আলরাজী হাসপাতালে, যা কিছুদিন আগেও ছিল জনতা ব্যাংক ভবন। এ সময়ই কলেজের নতুন নামকরণ করা হয়— 'তেজগাঁও কলেজ'। ঢাকা নাইট কলেজ তেজগাঁও কলেজে রূপান্তরিত হলো। এ সময় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন আমিনুল ইসলাম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সর্বত্রই এক রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, গবর্নিং বডির সভাপতি, সদস্যদের অকৃত্রিম অনুরোধ ও আগ্রহে যিনি কলেজের হাল ধরেন তিনি বর্তমান অধ্যক্ষ, তোফায়েল আহম্মদ চৌধুরী।

এরপর তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর উপদেশে অধ্যক্ষের নেতৃত্বে গড়ে তোলা হয় ইন্দিরা রোডের পাশে পরিত্যক্ত স্থানে কলেজ ভবন। তখন সময়টা ছিল ১৯৭৬ সাল।

বর্তমান অধ্যক্ষ তোফায়েল আহম্মদ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় কলেজ ক্রমশ অগ্রগতির সোপান বেয়ে এগুতে থাকে। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি খানে আলম খানের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে কলেজের জন্য বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। গড়ে ওঠে তেজগাঁও কলেজ আঙ্গিনায় কলেজের ৪-তলাবিশিষ্ট দু'টি ও ৬-তলাবিশিষ্ট ১টি মূল ভবন। ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, ক্যান্টিন, মসজিদ ও পশ্চিম রাজাবাজারের ছাত্রাবাস এবং ছাত্রাবাস মসজিদ। তেজগাঁও কলেজে আগে কোন ছাত্র রাজনীতি ছিল না। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরশাসনের পতন ঘটার পরপরই এই কলেজে ছাত্র রাজনীতির চর্চা শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ অনুরোধে বর্তমান অধ্যক্ষ এই কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করেন। প্রায় দুই যুগ পরে '৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে এই কলেজে প্রথম ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার পর থেকে প্রতিবছর ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। শিক্ষাঙ্গনে সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ও ছাত্র সংসদ সঙ্ঘবদ্ধ।

তেজগাঁও কলেজ বাংলাদেশের একটি বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য বিভাগে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে এই কলেজে ১৪ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী লেখা-পড়া করছে। লেখা-পড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ ও ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক-মানসিক প্রতিভা বিকাশের জন্য সকল ব্যবস্থা রয়েছে। এই কলেজে দিবা এবং নৈশ বিভাগে পাঠদান চলে।